# দ্বিশততম জন্মবর্ষে এঙ্গেলস: কয়েকটি কথা

*অপূর্বমোহন মুখোপাধ্যায়*

এই বছরের গোড়া থেকে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে গোটা বিশ্বে। গোটা বিশ্ব অতিমারীতে আক্রান্ত। বিশ্বের সকল প্রান্তে এই অতিমারী ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়েছে। প্রতিদিন আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, মৃত্যুর মিছিল বাড়ছে, মানুষ উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে। এর থেকে নিরাময়ের জন্য চেষ্টা চলছে। এটা এই মুহূর্তের বাস্তবতা। কিন্তু এই বছরটা নান কারণে গুরুত্বপূর্ণও বটে। মানবমুক্তির দিশারী মার্কসবাদ তত্ত্বের অন্যতম এক পুরোধা ব্যক্তিত্ব মহান দার্শনিক ও চিন্তাবিদ ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের জন্মের দু'শো বছর পূর্তির বছর এটি। আলোচ্য নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনকথা তুলে ধরা নিবন্ধকারের উদ্দেশ্য। প্রথমভাগে এঙ্গেলসের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও দ্বিতীয়ভাগে তাঁর লেখা কয়েকটি বই সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থিত করার চেষ্টা করব।

## এঙ্গেলসের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

১৮২০ সালের ২৮ শে নভেম্বর তৎকালীন প্রাশিয়ার অন্তর্গত রাইন প্রদেশের বার্মেন শহরে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস সিনিয়র আর মায়ের নাম ছিল এলিজাবেথ এঙ্গেলস। ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর বাবা ছিলেন দু'টি শিল্প কারখানার মালিক। বার্মেনে তাঁর পিতার নিজের কারখানা ছিল আর ম্যাঞ্চেস্টারের কারখানায় অন্যের সাথে অংশীদারী ব্যবসা ছিল। এঙ্গেলসের বাবা ছিলেন কর্তৃত্বকারী ব্যক্তি অপরদিকে তাঁর মা ছিলেন স্নেহশীল ও হাসিখুশীপ্রবণ। এঙ্গেলসের জীবনে তাঁর মায়ের প্রভাব ছিল। এঙ্গেলসের পরিবার প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। তাঁর বাবা চাইতেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব এঙ্গেলস পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিন। যদিও এঙ্গেলস পড়াশুনা ছাড়তে চাইতেন না, কিন্তু তাঁর বাবার জন্য তাঁকে ১৭ বছর বয়সে স্কুল ছাড়তে হয়। এঙ্গেলস তাঁদের পারিবারিক ব্যবসায় প্রথমে ও পরে বার্মেনে একটা সওদাগরী অফিসে যোগ দেন। তিনি যখন চাকরীর কারণে বাড়ী থেকে দূরে ছিলেন সেই সময় প্রথাগত পড়াশুনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয় একথা ঠিক, কিন্তু সেই সময় তিনি প্রচুর বই পড়া শুরু করলেন। এই সময় তিনি শ্রেষ্ঠ জার্মান ভাববাদী দার্শনিক জি. ডব্লিউ. এফ. হেগেলের লেখার সঙ্গে পরিচিত হন। হেগেলের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Philosophy of Right' পড়েন। তিনি এই সময় পত্রপত্রিকায় লেখালেখিও শুরু করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, এঙ্গেলসকে ব্যবসায়ী জীবন প্রলুব্ধ করল না। বরং তার বিপরীতে শ্রমিকদের দুর্দশা, কঠিন জীবন তাঁকে প্রতিবাদী করে তোলে। তরুণ এঙ্গেলসের লেখা 'ভুপের্টালের চিঠি'-তে শ্রমিকদের কঠিন জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের বিবরণ জানা যায়। তরুণ বয়সে এঙ্গেলসের মনে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা গড়ে ওঠে তা স্কুলের বন্ধুদের কাছে লেখা চিঠি থেকে বুঝতে পারা যায় ।

Society Language and Culture

১৮৪১ সালে এঙ্গেলস বার্লিনে যান এবং বাধ্যতামূলক সামরিক চাকরীতে যোগ দেন। এই চাকরীতে গিয়ে তিনি সমরবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। অবসর সময়ে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বহিরাগত শ্রোতা রূপে অধ্যাপকদের

বক্তব্য শুনতেন। এখানে তরুণ হেগেলপন্থীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ১৮৪২ সালে তিনি তাঁর বাবা ম্যাঞ্চেস্টারে যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অংশীদারী ছিলেন সেই প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে আসেন। ইংল্যান্ডের শিল্প শহর ম্যাঞ্চেস্টার। অষ্টাদশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে যে শিল্পবিপ্লব ব্রিটেনে সংঘটিত হয় তার মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত। ইংল্যান্ডে এসে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে, বিশেষ করে ম্যাঞ্চেস্টারের বিভিন্ন অঞ্চল, যেখানে শ্রমিকরা বাস করত সেই সব জায়গায় ঘুরে তিনি এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে , প্রলেতারিয়েতরা আগামী দিনে এক সামাজিক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে যারা শোষণের বিলোপ সাধনে সহায়ক হবে।

এই সময়ে তিনি ইংল্যান্ডে গড়ে ওঠা চার্টিস্ট আন্দোলনের সভাসমিতিতে যোগ দেন এবং তাঁর সঙ্গে ঐ আন্দোলনের নেতৃত্বের যোগাযোগ ঘটে। এখানে অবস্থানকালে ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের সাথে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি তাঁদের পত্রিকা 'The New Moral World' এ যোগ দিলেন এবং নানা প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। এঙ্গেলস যখন ইংল্যান্ডে তখন মার্কস জার্মানিতে 'রাইন' পত্রিকায় কাজ করেন। সেই সময় এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে তা প্রকাশের জন্য রাইন পত্রিকায় পাঠান। মার্কস লেখাগুলি পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং সেগুলি পত্রিকায় ছাপান। এইভাবে দুজনের মধ্যে যোগাযোগ হলেও তখনো তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি।

এঙ্গেলস যখন ইংল্যান্ডে ছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে আইরিশ মহিলা মেরি বার্নসের পরিচয় ঘটে। মেরি বার্নস তাঁর ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। মেরির সঙ্গে এঙ্গেলসের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। মেরি এঙ্গেলসকে নানা গবেষণার কাজে সাহায্য করতেন। পরবর্তীতে মেরি ও এঙ্গেলস প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

Society Language and Culture

এঙ্গেলস যখন ইংল্যান্ডে ছিলেন সেই সময় তিনি ইংল্যান্ডে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা সংক্রান্ত প্রবন্ধ লেখার জন্য বহু তথ্যাদি জোগাড় করেন এবং পরবর্তীতে তিনি ১৮৪৫ সালে জার্মানিতে ফিরে 'The Condition of the Working Class in England' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৮৪৪ সালে এঙ্গেলস ইংল্যান্ড থেকে জার্মানিতে ফেরেন। ফেরার পথে প্যারিসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে কার্ল মার্কসের। এই প্রথম দু'জনের শারীরিক সাক্ষাৎ হয়। প্যারিসে দশ দিন ছিলেন একত্রে। সেই সময় থেকে যে বন্ধুত্ব তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে তা কার্ল মার্কসের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ছিল অটুট। দু'জনের মধ্যে অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। শুরু হয় দু'জনের একসাথে পথ চলা। কখনো এককভাবে আবার কখনো যুগ্মভাবে লেখালেখি চালিয়ে গেলেন। শুধু লেখালেখি নয়, গড়ে তুললেন আন্দোলন, গড়ে তুললেন সংগঠন। প্রতিষ্ঠিত করলেন এমন এক আদর্শের যা শোষণ জর্জরিত মানবের মুক্তির আলোকবর্তিকা রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। সেই মতবাদ মার্কসবাদ নামে পরিচিত। মার্কসের নামানুসারে মতবাদ মার্কসবাদ রূপে গণ্য হলেও এই মতবাদের ক্ষেত্রে এঙ্গেলসও যে অন্যতম পুরোধা তা বলা হয়তো ভুল হবে না।

১৮৪৫ সালে এঙ্গেলস ব্রাসেলসে যান। মার্কসও তখন ব্রাসেলসে ছিলেন। এই সময় ব্রাসেলসে মার্কস ও এঙ্গেলসের সঙ্গে জার্মানির সমাজতন্ত্রীদের পরিচয় ঘটে। গড়ে উঠল কমিউনিস্ট লিগ। লিগের অনুরোধে মার্কস ও এঙ্গেলস যৌথভাবে রচনা করলেন যুগান্তকারী গ্রন্থ 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' যা ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে ১৮৪৮ সালে ইউরোপে বিপ্লবের জোয়ার দেখা দেয়। মার্কস ও এঙ্গেলস ইউরোপের ঐ সকল বিপ্লবের মধ্যে ইতিহাসের চালিকাশক্তিকে প্রত্যক্ষ করেন ও আনন্দিত হ। ১৮৪৮ সালে ১ লা জুন প্রকাশিত হল সংবাদপত্র 'নতুন রাইনিশ গেজেট' (জার্মানিতে) যার সম্পাদক ছিলেন কার্ল মার্কস আর অন্যতম সহযোগী

এঙ্গেলস। এঙ্গেলস এই পত্রিকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখতেন। কালক্রমে এই পত্রিকা যখন বৈপ্লবিক আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তখন তা শাসকের রোষানলে পড়ে এবং পত্রিকা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। এঙ্গেলস পালিয়ে আসেন। তিনি বার্মেনে এলে তাঁর বাবা মায়ের সঙ্গে দেখা হয়। বাবার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়। তিনি চলে আসেন ব্রাসেলসে। সেখানে তিনি গ্রেফতার হন ও পরে বেলজিয়াম থেকে বিতাড়িত হয়ে প্যারিসে আসেন। প্যারিস থেকে পায়ে হেঁটে এঙ্গেলস সুইজারল্যান্ডে পৌঁছান। জেনেভা, লসেন হয়ে বার্নে গিয়ে এঙ্গেলস বাস করেন। এখান থেকে এঙ্গেলস চলে যান লন্ডনে। মার্কসও লন্ডনে চলে আসেন। মার্কস লন্ডনে থাকলেও এঙ্গেলস ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁর বাবার সুতাকলে কাজ করতে যান। প্রায় ২০ বছর এঙ্গেলস বাবার ব্যবসায় যুক্ত থাকার কারণে দুই বন্ধুর মধ্যেও সরাসরি সাক্ষাৎ না হলেও চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাঁদের যোগাযোগ থাকে ও মতামতের বিনিময় ঘটে।

ইতিমধ্যে ১৮৬৩ সালে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এঙ্গেলসের সহধর্মিণী মেরি বার্নসের মৃত্যু হয়। এঙ্গেলসের কাছে এটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো। তিনি মার্কসকে চিঠিতে লেখেন, "এত সুদীর্ঘ কাল স্ত্রীর সঙ্গে বাস করার পর তাঁর মৃত্যু আমাকে বিচলিত না করে পারে না। আমি অনুভব করলাম যে তাঁর সঙ্গে আমি আমার যৌবনের শেষ বিন্দুটিকেও সমাধি দিলাম।"

১৮৭০ সালে এঙ্গেলস তাঁর পারিবারিক ব্যবসা ত্যাগ করে পাকাপাকিভাবে লন্ডনে চলে আসেন। মার্কস ও এঙ্গেলস আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনে নিজেদের জীবন নিয়োজিত করেন। তাঁরা উভয়ে যৌথভাবে এবং এককভাবে বিভিন্ন রচনার মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন সম্পর্কে বিপ্লবী তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন, ঠিক একইসঙ্গে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ার কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। দুই মহান ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ওঠে এক অভাবনীয় বোঝাপড়া। দুই ব্যক্তির মধ্যে যে অভাবনীয় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে গণ্য হয়। ১৮৮৩ সালে মার্কসের মৃত্যু হয়। এঙ্গেলসের কাঁধে অর্পিত হয় দ্বিবিধ দায়িত্ব। একদিকে লেখালেখি, মার্কসের অসমাপ্ত রচনাগুলিকে সমাপ্ত করা আর অন্যদিকে সংগঠনের দায়িত্ব। এই দ্বিবিধ দায়িত্ব তিনি সাফল্যের সঙ্গে পালন করেন। মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস মার্কসের বিখ্যাত যুগান্তকারী গ্রন্থ পুঁজির (দাস ক্যাপিটাল) অসমাপ্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন যা মার্কস-এঙ্গেলসের যৌথ লেখা বলে গণ্য হ। দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ সালে আর ১৮৯৪ সালে তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হ। এঙ্গেলস এককভাবে লেখেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "পরিবার , ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি"।

Society Language and Culture

সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এঙ্গেলসের নেতৃত্বে ১৮৮৯ সালের ১৪ ই জুলাই গড়ে ওঠে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবি সমিতি। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার লগ্নে সিদ্ধান্ত হয় যে, ১৮৯০ সালের ১ লা মে দিনটিকে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসাবে পালিত হবে। সেই থেকে ১ লা মে সারা বিশ্বে 'মে দিবস' রূপে পালিত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে, একটি বিষয় উল্লেখ করা যায় য, এঙ্গেলস বহুভাষিক ছিলেনণ। তিনি ১২ টি ভাষায় লিখতে ও পড়তে পারদর্শী ছিলেন। আর ২০ টি ভাষায় তিনি পড়তে পারতেন। এঙ্গেলস ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে ও বিনয়ী। তাঁর বিনয়ের ও সাদাসিধে মনোভাবের পরিচয় আমরা পাই তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। তাঁর জন্মের ৭০ বছরে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। তখন তিনি লেখেন যে,

'আমাকে উপভোগ করতে হচ্ছে সেই খ্যাতি আর সম্মান যার বীজ বপন করেছিলেন আমার চেয়ে অধিকতর মহান এক ব্যক্তি – কার্ল মার্কস।'

এঙ্গেলস তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন প্রলেতারিয়েত তথা মানব মুক্তির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং এটাই ছিল তাঁর কাছে বেঁচে থাকার সার্থকতা। তাঁর ৭০তম জন্মবার্ষিকীতে তিনি অভিনন্দন বার্তার প্রত্যুত্তরে লেখেন, "যে মূহুর্তে আমি সংগ্রাম করার শক্তি হারিয়ে ফেলব সেই মূহুর্তে আমার মৃত্যু শ্রেয়।" ১৮৯৫ সালের ৫ ই আগস্ট ৭৫ বছর বয়সে মহান দার্শনিক ও মানবজাতির মুক্তির পথপ্রদর্শক ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের প্রয়াণ ঘটে। এঙ্গেলস প্রয়াত হবার পরে তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁকে সমাধিস্থ না করে তাঁকে দাহ করা হয় এবং ইস্টবোর্নের কাছে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে তাঁর ভস্মাবশেষ বিসর্জন দেওয়া হয়। আপাত অর্থে নির্বাপিত হয় এঙ্গেলসের জীবন। কিন্তু তাঁর আদর্শ আজও শোষিত মানুষের কাছে আলোকবর্তিকার কাজ করে। তাই ২০০ বছর পরেও এঙ্গেলস ও তাঁর আদর্শ প্রাসঙ্গিকতা হারায় না।

আলোচনার দ্বিতীয়ভাগে এঙ্গেলসের বিভিন্ন লেখা যা তিনি এককভাবে লিখেছেন তা আলোচনা করার চেষ্টা করব। আলোচনা দীঘায়িত করব না। এঙ্গেলস কর্তৃক লিখিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি কন্ডিশন অফ দি ওয়াকিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড'। এটি এঙ্গেলসের প্রথম বই। এই বইটি ১৮৪৫ সালে লেখা হয়। জার্মান ভাষায় লেখা এই বইতে ১৩ টি অধ্যায়। এই বইতে এঙ্গেলস শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডে যে ব্যাপকহারে পুঁজিবাদী উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলশ্রুতিতে শ্রমজীবী মানুষের জীবনে যে অসহনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল ও তাদের জীবনের মানের যে অবনমন ঘটে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেন ও বিশ্লেষণ করেন। এই বইতে এঙ্গেলস পুঁজিবাদের অবর্ণনীয় শোষণের চরিত্র উদঘাটন করেন।

Society Language and Culture

এঙ্গেলসের আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'অ্যান্টি-ড্যুরিং'। অ্যান্টি-ড্যুরিং মার্কসবাদী দর্শনের বিশ্বকোষরূপে গণ্য হয়। এই বইটি মূলতঃ দর্শন সংক্রান্ত বই। ১৮৭৮ সালে জার্মান ভাষায় প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়। এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে। ইউজেন ড্যুরিং ছিলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি ছিলেন অ-মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক লেখক। তিনি তাঁর লেখায় ডারউইনের তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ড্যুরিং হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক প্রকৃতির বিরূপ সমালোচনা করেন। মার্কসের ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা ও শ্রমের মূল্যের তত্ত্বকে অস্বীকার করেন। এঙ্গেলস ১৮৭৭ সালে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাসির মুখপত্রে ড্যুরিংয়ের বক্তব্যের বিরোধিতা করে 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হের ইউজেন ড্যুরিং সাধিত বিপ্লব' নামে প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধগুলি ১৮৭৮ সালে ' অ্যান্টি ড্যুরিং' নামক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বইটির তিনটি অংশ যথা দর্শন, অর্থশাস্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে এঙ্গেলস সমগ্র মার্কসবাদী চিন্তাকে বিশ্লেষণ করেছেন। এঙ্গেলসের এই গ্রন্থটি মার্কসবাদ অধ্যয়নের জন্য এক অতি মূল্যবান উৎস। মার্কসবাদের বিকাশে অ্যান্টি-ড্যুরিং এর অবদান অসামান্য। সকল মার্কসবাদীদের এই বইটি অব্যশই পাঠ করা উচিত। এঙ্গেলসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'ডায়ালেকটিকস অফ নেচার'। এই বইটি মূলতঃ ১৮৭২ থেকে ১৮৮২ সালের মধ্যে লেখা। কিন্তু বইটি এঙ্গেলসের জীবিতকালে প্রকাশিত হয়নি। ১৯২৫ সালে মস্কোর মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন ইনষ্টিটিউট কর্তৃক এই বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে তিনি মূলতঃ এই বিষয়টি আলোচনা করেছেন যে, মার্কস ও এঙ্গেলস যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন তা প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর এটা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে গবেষণা করেন। এই বইটা তারই ফলশ্রুতি। এই বইটিতে এঙ্গেলস দর্শন

ও বিজ্ঞানের মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ককে বিশ্লেষণ করেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে যে দ্বান্দ্বিকতা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত করেন এই গ্রন্থের মাধ্যমে। এই বইতেই বিবর্তন তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে এঙ্গেলস লিখলেন 'বানর থেকে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা'। প্রাথমিক প্রাণীগুলি থেকে কেমন করে মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং শেষপর্যন্ত বর্তমান মানুষ সৃষ্টি হয়েছে সেই বিবর্তনের এক বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ এই লেখায় দেখতে পাওয়া যায়।

আরেকটি বই "পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি"। এই বইটি ১৮৮৪ সালে লেখেন এঙ্গেলস। এই বইটিতে আমরা ইতিহাসের এক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দেখতে পাই। এই বইতে এঙ্গেলস মূলতঃ মানব সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আবিষ্কারের মাধ্যমে ইতিহাসের চালিকাশক্তিকে চিহ্নিত করেন। এই বইয়ের মুখ্য বিষয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ ও তার বিলোপের এক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ। এঙ্গেলস এই বইতে আদিম সমাজ থেকে শুরু করে আধুনিক সভ্যতার উত্তরণের ইতিহাসে বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, শ্রেণীর উদ্ভব, শ্রেণী সংগ্রামের বিভিন্ন বিষয়াদি আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্রের উদ্ভব, রাষ্ট্রের বিকাশ সম্পর্কিত এক বস্তুবাদী বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে এঙ্গেলসের লেখনীর মাধ্যমে।

আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করব না। পরিশেষে বলি, আজ যখন এঙ্গেলসের জন্মের দ্বিশতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান পালিত হচ্ছে তখন আমরা যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী, তাদের কাছে আজ বড় চ্যালেঞ্জ মতাদর্শগত চর্চা। এই মতাদর্শগত চর্চায় মার্কসবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক এঙ্গেলসের চিন্তা আমাদের বড় হাতিয়ার। এঙ্গেলসের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার আলোচনায় ইতি টানলাম।

Society Language and Culture

***ঋণস্বীকার :*** *এই লেখাটা লিখতে গিয়ে এঙ্গেলস সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকায় লেখার সাহায্য নিয়েছি। আমি সেই সকল গ্রন্থের ও পত্রিকার লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।*